যুগান্তর

তারিখ ...25 SEP 2013 ...
পৃঃ - ৪ কলাম ৫ ...

প্রাথমিক শিক্ষকদের আন্দোলন

শিক্ষকতা পেশাটির সঙ্গেই অনেক বেশি দায়িত্বের প্রশ্ন জড়িত। এখানেই অন্যান্য পেশার সঙ্গে এর পার্থক্য।

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার আগে শিক্ষকদের আন্দোলনে যাওয়ার বিষয়টি সমর্থনযোগ্য নয়। তাদের এ আন্দোলনের কারণে শিশুরা, বিশেষ করে তাদের অভিভাবকরা উদ্বিগ্ন। আগামী ২০ নভেম্বর থেকে এ পরীক্ষা শুরু হওয়ার কথা। অর্থাৎ দু'মাসও সময় নেই। এ সময়টিতে শিক্ষার্থীদের প্রস্তুতির জন্য শিক্ষকদের ব্যস্ত থাকার কথা। অথচ দুর্ভাগ্যজনক যে, তারা ব্যস্ত রয়েছেন তাদের দাবি-দাওয়াসহ আন্দোলন নিয়ে। এ মুহূর্তে দেশের ৩৭ হাজার সরকারি বিদ্যালয়ে চলছে শিক্ষকদের কর্মবিরতি। ৩০ সেপ্টেম্বরের পর স্কুলগুলোতে তালা ঝুলিয়ে দেয়ার কর্মসূচিও তাদের রয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার আগে এ ধরনের কর্মসূচি শিক্ষকদের দায়িত্বশীলতার পরিচয় বহন করে না। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষাকে বলা হয়ে থাকে 'ছোটদের এসএসসি'। এ পরীক্ষা পদ্ধতি শিশুদের মধ্যে যেমন উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছে, তেমনি তাদের লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহও বাড়িয়ে দিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এ উদ্দেশ্যেই শিশুদের জন্য এসএসসির আদলে চালু করা হয়েছে সমাপনী পরীক্ষা। সেক্ষেত্রে শিক্ষকরাই যদি দায়িত্বহীনতার পরিচয় দেন, তাহলে শিশুরা এ পদ্ধতির আদৌ কোনো সুফল পাবে কি?

জানা যায়, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কর্মরত প্রধান শিক্ষকদের দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তার পদমর্যাদা, সহকারী শিক্ষকদের প্রধান শিক্ষকের একধাপ নিচে বেতন স্কেল নির্ধারণ, শিক্ষকদের নিয়োগবিধির পরিবর্তনসহ বিভিন্ন দাবিতে প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির ব্যানারে দুটি গ্রুপ আন্দোলন করছে। একটি গ্রুপ ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে ৩ ঘণ্টা করে কর্মবিরতি দিয়ে আন্দোলন শুরু করে রোববার থেকে পূর্ণ দিবস কর্মবিরতি পালন করছে। তারা ১ অক্টোবর থেকে ঢাকায় মহাঅনশন কর্মসূচি শুরু করবেন বলেও জানা যায়। প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির অপর গ্রুপটি আগামী ২৬ সেপ্টেম্বর উপজেলা সদরে সমাবেশ করে সরকারকে আলটিমেটাম দেবে। ২৯ সেপ্টেম্বরের মধ্যে সরকার দাবি মেনে না নিলে তারা ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে ঢাকায় অনশন শুরু করবেন।

শিক্ষকদের পদমর্যাদা ও বেতন-ভাতা বৃদ্ধির বিষয়ে আমাদের কোনো দ্বিমত নেই। বলার অপেক্ষা রাখে না, দেশে প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য যে বেতন-ভাতা নির্ধারিত, তা তাদের পেশা ও শ্রমের তুলনায় অপ্রতুল। এক্ষেত্রে বেসরকারি শিক্ষকদের অবস্থা আরও করুণ। প্রতিবেশী দেশ ভারতের প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন স্কেলের সঙ্গে তুলনা করলেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়। কাজেই আমাদের প্রাথমিক শিক্ষকদের পদমর্যাদা ও বেতন-ভাতা বাড়ানোর বিষয়টি সরকারকে বিবেচনায় নিতে হবে। পাশাপাশি এক্ষেত্রে সরকারের সামর্থ্য কতটুকু, শিক্ষকদেরও তা অনুধাবন করতে হবে। বস্তুত শিক্ষকদের ন্যায়সঙ্গত দাবি-দাওয়ার ব্যাপারে দেশের জনগণ সবসময়ই সহানুভূতিশীল। তবে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার আগে শিক্ষকদের কর্মবিরতি তাদের প্রতি মানুষের মনে নেতিবাচক ধারণার জন্ম দিতে পারে। আমরা আশা করব, শিক্ষকরা এটা অনুধাবন করে তাদের কর্মবিরতির কর্মসূচি দ্রুত প্রত্যাহার করে নেবেন।

শিক্ষার মানোন্নয়নের ব্যাপারে সরকারের যেমন দায়িত্ব আছে, তেমনি দায়িত্ব আছে শিক্ষকদেরও। দেশে শিক্ষার মান যে সন্তোষজনক নয়, সেটি সম্প্রতি মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল তথা এমডিজির অগ্রগতি বিষয়ক প্রতিবেদনেও প্রকাশ পেয়েছে। এমডিজিতে বাংলাদেশের অবস্থা অনেক ক্ষেত্রে ভালো হলেও শিক্ষার ক্ষেত্রে এখনও আমরা অনেকটাই পিছিয়ে আছি। শিক্ষার মানোন্নয়নে প্রাথমিক শিক্ষকদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ প্রাথমিক পর্যায়ে শিশুর শিক্ষার ভিত যদি শক্তিশালী হয়, তাহলে বাকি স্তরগুলোয় তার এগিয়ে যাওয়ার পথ প্রশস্ত হয়। অন্যদিকে প্রাথমিকে দুর্বল শিক্ষার কারণে অনেক শিক্ষার্থীই ঝরে পড়ে। এক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষকদের উচিত তাদের দায়িত্বের কথাটি মনে রেখে ঘন ঘন কর্মবিরতির কর্মসূচি দেয়া থেকে বিরত থাকা। বস্তুত শিক্ষকতা পেশাটির সঙ্গেই অনেক বেশি দায়িত্বের প্রশ্ন জড়িত। এখানেই অন্যান্য পেশার সঙ্গে এর পার্থক্য। অবশ্যই শিক্ষকরা তাদের ন্যায়সঙ্গত দাবি-দাওয়া উত্থাপন করবেন। তবে শিক্ষার্থীদের ভালো-মন্দের বিষয়টিও তাদের ভাবতে হবে। বিশেষ করে প্রাথমিকের কোমলমতি শিশুদের প্রতি তাদের যে দায়িত্ব রয়েছে, তা ভুলে গেলে চলবে না।